দৈনিক বাংলা

261

তারিখ ... 4/11/77 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 7 ...

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর খুদার ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদা বৃহস্পতিবার বিকেল সোয়া চারটায় পিজি হাসপাতালে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে - - - রাজেউন)। দীর্ঘদিন যাবৎ ডঃ খুদা মূত্রাশয়ে ক্যান্সার এবং বহুমূত্র জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭।

ডঃ খুদার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকলে গত ৪ঠা অক্টোবর তাঁকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ এক মাস রোগশয্যায় থাকার পর গতকাল বিকেলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, চার কন্যা, ১২ জন নাতনি, ৭ জন নাতিসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, ভক্ত-অনুরক্ত ও গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন।

দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী ডঃ খুদার চিকিৎসার জন্যে পিজি হাসপাতালে চার সদস্যের একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। প্রফেসর নূরুল ইসলাম, প্রফেসর কর্নেল মালিক, প্রফেসর এস জি এম চৌধুরী এবং প্রফেসর মতিউর রহমান এই মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্তে ডঃ খুদার শয্যাপার্শ্বে তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র, তিন কন্যা, বহু আত্মীয়-স্বজন ও চিকিৎসা বোর্ডের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। ডঃ খুদার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ মুহববুব খুদা লন্ডনে অধ্যাপনা করছেন। সর্ব কনিষ্ঠা কন্যাও অবস্থান করছেন বিদেশে। অপর

(৭-এর পৃঃ ৫—এর কঃ দ্রঃ)

গিয়ে ডঃ খুদার মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তবনা প্রদান করেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার মারগাঁ গ্রামে ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলেই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু। অতঃপর ১৯১৮ সালে কোলকাতা মাদ্রাসা থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর মহাবিদ্যালয় শিক্ষার শুরু এবং ১৯২৪ সালে রসায়ন শাস্ত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। অতপর সরকারী বৃত্তি নিয়ে লন্ডন যান এবং সেখানেই তিনি ডিএসসি ডিগ্রী পান। ১৯২৯ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। কৃতী বিজ্ঞানীদের জন্য এই বৃত্তি দেয়া হতো এবং ডঃ কুদরত-ই-খুদা ছাড়া অন্য কোন মুসলমান বিজ্ঞানী এই সম্মান লাভ করতে পারেননি। ১৯৩৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর অধ্যাপনা শুরু এবং দেশ বিভাগ পর্যন্ত সেখানেই এই দায়িত্ব পালন করেন।

১৯১৯ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দুই ছেলে চার মেয়ে।

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং তিন বছর জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর সাবেক পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। প্রায় বার বছর তিনি বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের পরিচালক ছিলেন।

তিনি যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন তার মধ্যে স্টেইনলেস কনফিগারেশান অফ মুলটিপলানার রিং অন্যতম। তাঁর এই গবেষণা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়। দেশীয় সম্পদ পাট খড়ি নিয়েও তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। এ থেকে তিনি রেয়ন সিল্ক ও কোরো গেটেড সীট উদ্ভাবন করেন।

১৯৪৬ সালে তিনি 'বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। বইটি কোলকাতায় প্রকাশ হয়। পরবর্তী সময়ে 'জৈব রসায়ন' নামে চার খন্ডে তাঁর একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

(১ম পৃঃ পর)

ছেলে ডঃ মনজুর খুদা বাংলাদেশ বিজ্ঞান গবেষণাগারের পরিচালক (পরিকল্পনা)।

আজ জানাজা

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। নামাজে জানাজার পর বনানী গোরস্তানে ডঃ খুদার মৃতদেহ দাফন করা হবে। মরহুমের কুলখানি অনুষ্ঠিত হবে শনিবার বাদ জোহর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে।

শোকের ছায়া

ডঃ খুদার মৃত্যু সংবাদে রাজধানী ঢাকার শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। পিজি হাসপাতাল থেকে ডঃ খুদার মৃতদেহ ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে স্থানান্তরের পর প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য প্রফেসর শামসুল হক, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, জনাব আশফাক হোসেন খান বাসভবনে